দৈনিক ইত্তেফাক

১৫৭

তারিখ MAR. 0 9 2003 পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এইবার টার্গেট অংক পরীক্ষা

রেজানুর রহমান ॥ এইবার টার্গেট অংক পরীক্ষা। এসএসসির বাংলা এবং ইংরেজী ৪টি পত্রের পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের ঘটনা ঘটিয়াছে। ধারণা করা হইতেছে অংক পরীক্ষার দিন পরিস্থিতির আরও অবনতি হইবে। তবে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান শনিবার অংক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন করা হইবে। প্রতিটি কেন্দ্রের চারিপার্শ্বে ১৪৪ ধারা জারি থাকিবে। ম্যাজিস্ট্রেট, বোর্ডের ভিজিল্যান্স টীমের সদস্যবর্গ ছাড়াও সাদা পোশাকধারী পুলিশ বাহিনী কেন্দ্রের আশেপাশে (২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

টার্গেট অংক পরীক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

টহল দিবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে অংক পরীক্ষার দিন ফটোস্ট্যাট মেশিনের দোকান বন্ধ রাখার ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের তৎপর হওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, অংক পরীক্ষার দিন যে সকল কেন্দ্রে বিশৃংখলা দেখা দিবে সেইসব কেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই ক্ষেত্রে কোন তদবির অথবা রাজনৈতিক চাপ সহ্য করা হইবে না।

এদিকে খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে দেশব্যাপী পরীক্ষায় নকলের ব্যাপারে তীব্র ঘৃণা উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও নকলকারীদের দৌরাত্ম্য কমে নাই। অংক পরীক্ষায় নকল সরবরাহের জন্য নষ্ট তরুণেরা নানা প্রস্তুতি নিয়াছে।

একটি সূত্র জানায়, এখন হইতে পরীক্ষা অপরাধ আইন সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের ব্যাপারে আর কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করা হইবে না। পরীক্ষায় নকল সরবরাহের অভিযোগে কেহ গ্রেফতার হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে প্রেরণ করা হইবে। এই ক্ষেত্রে কোন প্রকার তদবির গ্রাহ্য হইবে না।

এদিকে ব্যাপক সতর্কতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় ভুয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। গত কয়েকদিনে কক্সবাজার, দিনাজপুর, নবাবগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ২০ জনেরও বেশী ভুয়া পরীক্ষার্থী গ্রেফতার হইয়াছে। মাদ্রাসার পরীক্ষার ক্ষেত্রে নকলের চিত্রও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মাদ্রাসা শিক্ষক গতকাল ইত্তেফাককে টেলিফোন করিয়া বলেন, এসএসসির চাইতেও দাখিল পরীক্ষায় গণটোকাটুকি বেশী হইতেছে। অথচ এই ক্ষেত্রে কাহারও কোন নজর নাই।